০৩-০৬-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সকলের এটা বাণপ্রস্থ অবস্থা, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তাই বাবাকে এবং ঘরকে স্মরণ কর, পবিত্র হও এবং সমস্ত হিসাব সমাপ্ত কর।"

প্রশ্নঃ- কোন ধৈর্য কেবল বাবাই বাচ্চাদেরকে দিচ্ছেন?

উত্তরঃ- বাচ্চারা, এখন এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে অনেক রকমের বিঘ্ন পড়ছে। কিন্তু ধৈর্য্য ধর। যখন তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে তখন অনেকে আসবে, এসে তোমাদের সামনে মাথা নত করবে। যারা এখন বন্ধনে আছে তাদের বন্ধন কেটে যাবে। যত তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে তত তোমাদের বন্ধন কেটে যাবে। তোমরা বিকর্মজীত হতে থাকবে।

গীতঃ- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম.....

ওম্ শান্তি। সর্বদা শিবকেই ভোলানাথ বলা হয়। শিব এবং শঙ্করের পার্থক্য তো ভালো ভাবে বুঝেছ। শিববাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু মূলবতনের নিবাসী। কিন্তু শঙ্কর তো সূক্ষ্মবতনবাসী। তাকে কিভাবে ভগবান বলা যাবে। কেবল বাবাই উঁচুর থেকেও উঁচুতে থাকেন। তারপর দ্বিতীয় ধাপে থাকেন ৩ জন দেবতা। তিনি হলেন বাবা, উঁচুর থেকেও উঁচু, নিরাকার। শঙ্কর তো আকারী। শিব হলেন ভোলানাথ, জ্ঞানের সাগর। শঙ্করকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভোলানাথ শিববাবা এসে আমাদের ঝুলি ভরছেন। আদি, মধ্য এবং অন্তের রহস্য বলছেন। রচয়িতা এবং রচনার এই রহস্য খুবই সহজ। বড় বড় ঋষি মুনিরাও এই সহজ বিষয়টা জানতে পারেনি। যখন ওই রজোগুণী আত্মারাও জানতে পারেনি তাহলে তমোগুণী আত্মারা কিভাবে জানতে পারবে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার সামনে বসে আছ। বাবা অমরকথা শোনাচ্ছেন। এইটা তো বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে আমাদের বাবাই (শিববাবা) অমরকথা শোনাচ্ছেন। এই বিষয়ে কোনো সংশয় আসা উচিত নয়। কোনও মানুষ আমাদেরকে এইসব শোনাচ্ছেন না। শিববাবাই হলেন ভোলানাথ, তিনি বলেন আমার নিজের কোনও শরীর নেই। আমি হলাম নিরাকার। আমার অর্থাৎ নিরাকারেরই পূজা করে। শিবজয়ন্তীও পালন করে। কিন্তু বাবা তো জন্ম-মরণের ঊর্ধ্বে। তিনি হলেন ভোলানাথ। তিনি এসে অবশ্যই সবার ঝুলি ভর্তি করবেন। কিভাবে করবেন সেটা তোমরা বাচ্চারাই বোঝো। তিনি অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি ভর্তি করেন। এটাই হল জ্ঞান, জ্ঞানের সাগর এসে জ্ঞান দিচ্ছেন। গীতা তো একটাই, কিন্তু তাতে কোনো সংস্কৃত শ্লোক নেই। ভোলা মাতারা সংস্কৃতের কি বুঝবেন! তাদের জন্যই ভোলানাথ বাবা আসেন। এইসব মাতারা তো ঘরের কাজই করেন। এখন চাকরি করার খুব চল হয়েছে। বাবা এখন বাচ্চাদেরকে উঁচুর থেকেও উঁচু পড়া পড়াচ্ছেন। যারা একেবারে কিছুই পড়াশুনা করেনি, বাবা প্রথমে তাদের ওপরেই জ্ঞানের কলসী রাখেন। এমনিতে তো সকলেই ভক্ত অর্থাৎ সীতা। রাম এসেছেন রাবণের লঙ্কা থেকে মুক্ত করার জন্য অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য। তারপর তো বাবার সাথে ঘরেই যাব, এছাড়া আর কোথায় যাব। সেই ঘরকেই সবাই স্মরণ করে, ভাবে যে আমরা দুঃখ থেকে মুক্তি পাব। বাচ্চারা জানে যে নাটকের মাঝখানে কেউই মুক্তি পাবে না। সবাইকে তমোপ্রধান হতেই হবে। মুখ্য ভিত্তিটাই জ্বলে যায়। ওই ধর্মটা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কেবল কিছু চিত্র রয়ে যায়। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রই হারিয়ে যায় তাহলে স্মৃতিচিহ্ন কিভাবে পাওয়া যাবে। বরাবর দেবী-দেবতারাই রাজত্ব করতেন। এখনও পর্যন্ত তাদের চিত্র

আছে। বাচ্চাদেরকে এই বিষয়ের ওপর বোঝাতে হবে। তোমরা জানো যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছোটবেলায় রাজকুমার এবং রাজকুমারী ছিল। তাদের নাম ছিল রাধে-কৃষ্ণ। পরে তারা মহারাজা-মহারানী হয়েছে। তারা সত্যযুগের মালিক ছিলেন। দেবতারা কখনও পতিত দুনিয়াতে পাও রাখেন না। কৃষ্ণ তো হলেন বৈকুণ্ঠের রাজকুমার। তার পক্ষে তো গীতা শোনানো সম্ভব নয়। কত বড় ভুল করে দিয়েছে। কৃষ্ণকে ভগবান বলা যাবেনা। সে তো দেবী-দেবতা ধর্মের একজন মানুষ। বাস্তবে দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর তো সূক্ষ্মবতনে থাকেন, এখানে কেবল মানুষ থাকে। মানুষকে কখনও সূক্ষ্মবতনবাসী বলা যাবে না। বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ। ওইটা হল দেবী-দেবতা ধর্ম। শ্রী লক্ষ্মী হলেন দেবী, শ্রী নারায়ণ হলেন দেবতা। মানুষকে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আমরা আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের, ওই ধর্ম খুবই সুখদায়ী। এইরকম কেউ বলতে পারবে না যে আমরা কেন ওখানে ছিলাম না। এটা তো জানো যে ওখানে কেবল একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। পরে অন্যান্য ধর্মগুলো ক্রমানুসারে আসে। এইটা তোমরা বাচ্চারা বোঝাতে পার। এইটা হল অনাদি পূর্বনির্মিত নাটক। পুনরায় সত্যযুগ আসবে। ভারতেই সত্যযুগ হবে কারণ ভারত হল অবিনাশী ভূমি। এর বিনাশ হয় না। এইটাও বোঝাতে হবে। বাবার জন্মও এইখানেই হয়। তাঁর দিব্যজন্ম হয়, মানুষের মত জন্ম হয় না। বাবা এসেছেন উদ্ধার করতে। তোমরা এখন কেবল বাবা এবং ঘরকে স্মরণ কর। এটা তো আসুরী রাজস্থান, বাবা দৈবী রাজস্থানে নিয়ে যান। তিনি কোনও কষ্ট দেন না। কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। এটা হল অজপাজপ অর্থাৎ মুখ দিয়ে কিছুই বলতে হবে না। সূক্ষ্মভাবেও কিছু বলতে হবে না। ঘরে বসে নীরবতার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বন্ধনে আবদ্ধ মাতারও ঘরে বসে শোনে। তারা ছুটি পায় না। ঘরে থেকে কেবল পবিত্র থাকার চেষ্টা কর। বল যে আমি পবিত্র থাকার স্বপ্নাদেশ পেয়েছি। মৃত্যু এখন নিকটে। তোমরা এখন বানপ্রস্থ অবস্থাতে আছ। বানপ্রস্থ অবস্থাতে কি কখনও বিকারের খেয়াল আসে? বাবা সমগ্র দুনিয়াকে বলছেন, সকলেরই এখন বানপ্রস্থ অবস্থা। সবাইকেই ফেরত যেতে হবে তাই ঘরকে স্মরণ কর। তারপর আবার এই ভারতেই আসতে হবে। মুখ তো ঘরের দিকেই থাকবে। বাচ্চাদেরকে কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না, এটা খুবই সহজ। চাইলে ঘরে বসে খাবার বানাও, কিন্তু শিববাবার স্মরণে থাক। ঘরে খাবার বানানোর সময় পতির কথা স্মরণে আসে। বাবার বলছেন, ইনি হলেন সকল পতির পতি। তাঁকেই স্মরণ কর যার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। আচ্ছা, হয়ত কেউ ছুটি পায়না। তাহলে ওখানে থেকেই বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। নিজেকে তো তুমি বন্ধনমুক্ত কর। বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পেতে পার। ক্রমে ক্রমে তো বন্ধনমুক্ত হয়েই যাবে। তবে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে অনেক বিঘ্নও আসে। অবশেষে যখন তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে তখন তোমাদের পায়ে এসে মাথা ঠেকাবে। বিঘ্ন তো পড়তেই থাকবে। এক্ষেত্রে ধৈর্যতা ধারণ করতে হবে, অধৈর্য হলে চলবে না। ঘরে বসে পতি এবং অন্যান্য সকল মিত্র সম্বন্ধীদেরকে বোঝাও যে বাবা নির্দেশ হল আমাকে স্মরণ কর এবং উত্তরাধিকার নাও। কৃষ্ণ তো এইরকম বলতে পারে না। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে হবে যাতে সকলে জেনে যায় যে আমাদের বাবা হলেন শিববাবা। এই সময়েই ভালোভাবে তার স্মরণ থাকবে। এইসব মারামারি, বন্ধন ইত্যাদি সব সামান্য সময়ের জন্য। ভবিষ্যতে এইসব বন্ধ হয়ে যাবে। কোনো কোনো অসুখ এমন হয় যে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়। কোনো অসুখ আবার দুই বছর ধরেও চলতে থাকে। এক্ষেত্রেও উপায় একটাই, বাবাকে স্মরণ করতে করতে বন্ধন কেটে যাবে। তাই প্রত্যেক ব্যাপারে ধৈর্য রাখতে হবে। বাবা বলছেন, যত তুমি স্মরণ করবে তত বিকর্ম বিনাশ হবে, দুনিয়ার থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন হতে থাকবে। বিকর্মের জন্যেও বন্ধন

তৈরি হয়। বিকার হল এক নম্বর বিকর্ম। এখন তোমরা বিকর্মজীৎ হচ্ছ। স্মরণের দ্বারাই বিকর্মাজীৎ হওয়া সম্ভব। সকল হিসাব সমাপ্ত হয়ে যাবে, তারপর সুখের সময় শুরু হবে। ব্যাবসায়ীদের কাছে তো এটা খুবই সহজ। তারা বোঝে যে পুরাতন খাতা সমাপ্ত করে নতুন খাতা শুরু করতে হবে। যত স্মরণ করতে থাকবে তত জমা হতে থাকবে। স্মরণ না করলে জমা কিভাবে হবে? এটাও তো এক ধরণের ব্যাবসা, তাই না? বাবা তো কোনও কষ্ট দিচ্ছেন না। কোনও ধাক্কাও খেতে হবে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো ধাক্কা খেয়েই এসেছ। এখন সত্য বাবা কত ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। কেবল ভগবানই সত্য কথা বলেন। বাকি সব মিথ্যে কথা। তুলনা করে দেখ, বাবা কি বোঝাচ্ছেন আর মানুষ কি বোঝাচ্ছে। এটাই হল নাটক। পুনরায় এইরকমই হবে। তোমরা জানো যে শ্রীমৎ অনুসারে চলার ফলে এখন আমাদের সদগতি হচ্ছে। নাহলে এত উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না। তোমরা স্বর্গে যাওয়ার নিমিত্ত হও, ওখানে কোনো বিকর্ম হয় না। এখানে বিকর্ম হয় তাই শাস্তিও ভোগ করতে হয়। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলে না তাকে কি বলা হবে? নাস্তিক। হয়তো জানে যে বাবা আস্তিক বানাতে এসেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তাঁর মত অনুসারে না চলে তাহলে তো তাকে নাস্তিকই বলা হবে। জানে যে শিববাবার শ্রীমৎ অনুসারেই চলা উচিত, কিন্তু জানা সত্ত্বেও যদি না চলে তাহলে তাকে আর কি বলা যাবে! এই শ্রীমৎ হল শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। সদগুরুই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। বাবা বাচ্চাদেরকে সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন। প্রতি কল্পেই বুঝিয়েছেন। এছাড়া সকল শাস্ত্রই তো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। কত ঢের ঢের শাস্ত্র আছে। সেইসব শাস্ত্রকে কত সম্মান করে। শাস্ত্রকে নিয়ে যেমন পরিক্রমা করে, সেইরকম চিত্রকে নিয়েও পরিক্রমা করে। বাবা এখন বলছেন এইসব ভুলে যাও। একদম বিন্দু (শূন্য) হয়ে যাও। বিন্দু লাগিয়ে দাও, আর কোনো কথা শোনোনা। মন্দ শোনোনা, মন্দ দেখো না, মন্দ কিছু বলো না। কেবল এক বাবা ছাড়া আর কারোর কথা শুনবে না। অশরীরী হয়ে যাও, বাকি সব ভুলে যাও। তোমরা আত্মারা শরীরের দ্বারা শোনো। বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চাদেরকে সদগতির রাস্তা বলছেন। হয়তো আগেও অনেকজন অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউই মুক্তি-জীবনমুক্তি পায়নি। কল্পের আয়ুকেই লম্বা করে দিয়েছে। যার ভাগ্যে থাকবে সে শুনবে। ভাগ্যে না থাকলে আসতে পারবে না। এখানেও ভাগ্যের ব্যাপার। বাবা কত সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন, তাও কেউ বলে যে আমার তো মুখই খোলে না। আরে, এটা তো খুবই সহজ কথা, কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। সংস্কৃতে এটাকেই বলে মন্মনা ভব। শিববাবা হলেন সকল আত্মার পিতা। কৃষ্ণকে বাবা বলা যাবে না। ব্রহ্মাও সকল প্রজার পিতা। আত্মাদের পিতা বড় না কি প্রজাদের পিতা বড়? বড় বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। আগামীদিনে তোমাদের কাছে অনেকে আসবে। যাবে আর কোথায়? আসতেই থাকবে। যেখানে অনেক লোক যায় সেখানে একে অন্যকে দেখে যেতে থাকে। তোমাদেরও বৃদ্ধি হতে থাকবে। যত বিঘ্নই আসুক, সেইসব সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের রাজধানী তো স্থাপন করতেই হবে। রামরাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে। রামরাজ্য হল নতুন দুনিয়া। তোমরা জানো যে আমরা আমাদেরই শরীর, মন এবং সম্পত্তির দ্বারা শ্রীমৎ অনুসারে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। কাউকে প্রথমে এইটা জিজ্ঞাসা কর যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথেই বা কি সম্বন্ধ? ইনি হলেন বেহদের বাবা। বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তারা নিশ্চয়ই একের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা দুনিয়া রচনা করেছেন অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র বানিয়েছেন। দুনিয়ার মানুষ কিছুই জানেনা যে আমরাই পূজ্য আবার আমরাই পূজারী... গায়ন করে কিন্তু সেটা ভগবানের উদ্দেশ্যে বলে। ভগবান নিজেই যদি পূজারী হয়ে যাবে তাহলে পূজ্য কে বানাবে... এইটা জিজ্ঞেস করতে হবে। বাচ্চাদেরকে 'আমিই সেই' - কথার অর্থ বোঝান হয়েছে। আমিই শূদ্র ছিলাম এবং আমিই এখন দেবতা হচ্ছি।

চক্রকে তো স্মরণ করতে পার, তাই না? গায়ন করা হয় যে পিতা পুত্রকে প্রত্যক্ষ করে আবার পুত্র পিতাকে প্রত্যক্ষ করে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) হুশিয়ার ব্যাবসায়ী হয়ে পুরাতন সমস্ত খাতা সমাপ্ত করে সুখের খাতা শুরু করতে হবে। স্মরণে থেকে বিকর্মের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে, অধৈর্য হওয়া যাবে না।

২) ঘরে খাবার তৈরি করার সময়ে, বা যেকোনো কাজ করার সময়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবা যে অবিনাশী জ্ঞানরত্ন দিচ্ছেন সেটার দ্বারা নিজের ঝুলি ভর্তি করে অন্যকেও দান করতে হবে।

বরদান:- আপন ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে সর্বদা খুশিতে নৃত্য করতে থাকা সৌভাগ্যশালী হও।

অমৃতবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য পেয়েছ, সেই ভাগ্যের তালিকা সর্বদা সামনে রাখো এবং গীত গাইতে থাক - বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, স্বয়ং ভাগ্য বিধাতাই আমার হয়ে গেছে। এই নেশাতে থেকে সর্বদা খুশির নৃত্য করতে থাক। যাই হয়ে যাক, যদি মৃত্যুও চলে আসে কিন্তু খুশি যেন না যায়। শরীর চলে গেলে কোনও ক্ষতি নেই কিন্তু খুশি যেন না যায়।

স্লোগান:- হর্ষিতমুখ থাকার জন্য সাক্ষীভাবের আসনে বসে দর্শক হয়ে সমস্ত খেলা দেখতে থাক।